ইত্তেফাক

তারিখ ... 23।5।83 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

002

সমস্যার আর এক নাম ঃ কারমাইকেল কলেজ

। মোহাম্মদ শাহজাহান ।

দেশের শিক্ষায়তনগুলির মধ্যে বৃহত্তম এলাকাবিশিষ্ট এবং উত্তরাঞ্চলের অন্যতম প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ রংপুর কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ এখন দুর্দশাগ্রস্ত। সত্তর বছর আগে প্রতিষ্ঠিত এই মহাবিদ্যালয়টির জরাজীর্ণ প্রধান ভবনসহ বিভিন্ন ভবন দীর্ঘদিন মেরামতের অভাবে ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে। ক্লাসরুম, ল্যাবরেটরী, লাইব্রেরী, ছাত্রাবাস, আসবাবপত্র, টয়লেট প্রভৃতি সুবিধার ব্যাপারে যে অবহেলা বিদ্যমান তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা দুষ্কর।

প্রধান ভবনের পিছনদিকে এক পাশে যে ভিত্তিফলকটি ১৯১৬ সনে তৎকালীন বাংলার গভর্ণর টমাস ডেভিড ব্যারন কারমাইকেল স্থাপন করিয়াছিলেন, খোদ সেই পাথরটিই ক্ষয় হইতে হইতে নষ্ট হইয়া যাওয়ার পথে। কলেজের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের কোন সীমানা দেওয়াল এমনকি কোন বেড়াও নাই। ভবনের কার্নিশ ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া এখন খসিয়া পড়িতেছে।

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কারমাইকেল কলেজ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

একতলা বিশিষ্ট প্রধান ভবনটির বিভিন্ন কক্ষের ভিতরে ছাদের বিভিন্ন স্থান হইতে চুয়াইয়া বৃষ্টির পানি পড়ে, অত্যন্ত অপরিসর লাইব্রেরী কক্ষতিনটির ছাদ হইতে পানি চুয়াইয়া পড়িয়া বইপত্র ও আসবাব নষ্ট হয়। প্রায় পয়ত্রিশ হাজার বইয়ের সংগ্রহে সমৃদ্ধ লাইব্রেরীটির ভিতরে বইয়ের র‍্যাক অত্যন্ত কম থাকায় বইগুলি বিভিন্ন জায়গায়, টেবিলের উপরে, র‍্যাকের উপরে স্তূপীকৃত করিয়া রাখা। যথাযথভাবে ক্যাটালগিং সম্ভব না হওয়ায় বই ইস্যু করা দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। লাইব্রেরী সংলগ্ন যে সাধারণ পাঠকক্ষ আছে তাহাতে স্থান সংকট প্রকট, আসবাবও পর্যাপ্ত নহে. লাইব্রেরীর জন্য অন্ততঃ আরও বড় ধরনের ১৫টা র‍্যাক দরকার, কমপক্ষে সুপরিসর আরও তিনটা কক্ষ দরকার। ক্লাশ রুমের বেশীর ভাগ জানালাই ছিটকানীবিহীন এবং কাচ ভাঙ্গা অবস্থায় খোলা পড়িয়া রহিয়াছে। বৃষ্টির সময় পানি ঢুকিয়া ক্লাশরুম ও অন্যান্য কক্ষে বসার সমস্যা সৃষ্টি করে। প্রধান ভবনে শিক্ষার্থীদের কোন টয়লেট নাই। অন্যান্য ভবনে টয়লেট একেবারেই অপর্যাপ্ত এবং যাহাও আছে তাহা ভাঙ্গাচোরা অবস্থায়। ১৯৬২ সনে নির্মিত সায়েন্স ব্লক ভবনের অবস্থা আরও শোচনীয়। নাকমুখ চাপিয়া ধরিয়া এই ভবনে আনাগোনা করিতে হয়।

কয়েক বছর আগে হইতেই গণপূর্ত বিভাগ কলেজের প্রথম ছাত্রাবাসের টালি ভবন ও পাকা ভবন দুইটি ব্যবহার বন্ধ করার পরামর্শ দিয়াছে। মেরামতের অভাবে দুইটি ভবনের অবস্থা এতই শোচনীয় যে, যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে। তিনশত ছাত্রের প্রধান ছাত্রাবাস ভবনটির বিভিন্ন স্থানে মেরামত জরুরী হইয়া পড়িয়াছে সাম্প্রতিককালে একটি একতলা নূতন কেমিষ্ট্রি ভবন তৈরী হইয়াছে, কিন্তু ল্যাবরেটরী থাকাসত্ত্বেও বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য কনসিলড় ওয়্যারিং ব্যবস্থা করা হয় নাই। ভবন নির্মাণের পর দ্বারোদঘাটন হয় নাই, অথচ উহার বিভিন্ন দেওয়ালে বড় আকারের ফাটল ধরিয়াছে।